ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলি আলোচনা কর. ①

শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য সমূহ হল —

বৃহৎ সংবিধান :- বিশ্ব জাতীর সামগ্রিক ভারতীয় জনগণ নিজেদের মধ্যে যে সংবিধান এর সৃষ্টি করেছেন তা নতুন হলেও অভিনব বলা যেতে পারে. স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র রচনায় নেহরু পৃথিবীর বিভিন্ন শাসনতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ অংশ গুলি নিয়ে এক সর্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ শাসনতন্ত্র রচনার চেষ্টা করেছিলেন. পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার অভিজ্ঞতা লাভ করে ঐ সকল শাসনব্যবস্থার বাস্তব প্রয়োগ ক্ষেত্রের ত্রুটিবিচ্যুতি গুলি পরিহার করতে হয়েছে, দ্বিতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য গুলির পৃথক পৃথক শাসনতন্ত্র রয়েছে, মার্কিন শাসনতন্ত্র কেবলমাত্র জাতীয় সরকার সম্পর্কিত, কিন্তু ভারতীয় শাসনতন্ত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার — উভয় সরকার সম্পর্কেই বিস্তৃত নির্দেশ রয়েছে. তাছাড়া ভারতীয় শাসনতন্ত্র গ্রেট ব্রিটেনের মতো অলিখিত নয়. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সুইজারল্যান্ডের মতো লিখিত শাসনতন্ত্র. ভারতীয় শাসনতন্ত্র পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম শাসনতন্ত্রে পরিণত হয়েছে. একে শাসনতন্ত্রের প্রথম বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে. ভারতীয় শাসনতন্ত্রে মূল ৩৯৫ টি ধারা, ১০টি তালিকা, এবং বিভিন্ন সংশোধন সহ বিশালাকার হয়ে চলেছে. 2002 সাল পর্যন্ত শাসনতন্ত্রের ৪৪৩ টি ধারা (22টি ভাগে বিভক্ত), ১২টি তালিকা এবং ৮৬টি সংশোধন সহ এটি পৃথিবীর এক বৃহত্তম শাসনতন্ত্রে পরিণত হয়েছে. ১৯৫০ থেকে 2002 সালের মধ্যে অনেক গুলি ধারা বাতিল করা হয়েছে. ৬৪ টি নতুন ধারা এবং ৪টি তালিকা শাসনতন্ত্রে যুক্ত হয়েছে. বিচারপতি মহাজন বলেছেন "ভারতবর্ষের মতো পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এমন বৃহদাকার শাসনতন্ত্র নেই."

সার্বভৌম গনতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র :- শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ, গনতান্ত্রিক সাধারনতন্ত্র হিসেবে ঘোষনা করা হয়েছে. ভারতবর্ষ প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারি, অভ্যন্তরীন ও বহির্ব্যাপারে কোনো শক্তির অধীন নয়. এই শাসনতন্ত্রকে গনতন্ত্র বলা হয়. কারন প্রত্যেক ভারতবাসীর ভোটাধীকার নীতির স্বীকৃতিকে একটি বিপ্লবাত্মক সিদ্ধান্ত বলা যেতে পারে. ভারতীয় শাসনতন্ত্রে জনসাধারন কর্তৃক নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি করবার ফলে এটি সাধারনতন্ত্র হিসেবে পরিচিত.

মৌলিক অধিকার:- গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত হচ্ছে সংবিধানে বহুগুলি মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্তি। ব্যক্তির বিকাশের জন্য, সুষ্ঠু জীবনযাপনের জন্য এই অধিকার গুলি আবশ্যক, অধিকার ছাড়া গণতন্ত্র বাঁচতে পারেনা। অধিকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্রশক্তির যথার্থ মূল্যায়ন হয় ("A State is known by the system of rights its maintains" - Laski), ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকার গুলি হল - (১) সাম্যের অধিকার, (২) স্বাধীনতার অধিকার, (৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, (৪) ধর্মাচরণের অধিকার, (৫) শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার (৬) সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার, অবশ্য ভারতীয় সংবিধানের এই অধিকার গুলি অবাধ নয়, বিভিন্ন অধিকার গুলির সীমা আরোপ করা হয়েছে.

নির্দেশমূলক নীতি:- ভারতীয় সংবিধানের অন্য একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য হল যে, এতে মৌলিক অধিকারের সঙ্গে কতকগুলি নির্দেশমূলক নীতিও সংযোজন করা হয়েছে, এক্ষেত্রে আয়ারল্যান্ডের সংবিধানের অনুসরণ করা হয়েছে. নির্দেশমূলক নীতি মৌলিক অধিকারের মতো আদালতে বলবৎযোগ্য নয়. নির্দেশমূলক নীতি গুলি সংবিধান রচয়িতাদের উদ্দেশ্য ও আদর্শের পরিচয় বহন করে, এই নীতিগুলির প্রকৃতি প্রধানত আর্থনৈতিক অধিকারের সমতুল্য. উদাহরণস্বরূপ কর্মের অধিকার, বেকার, বার্ধক্য, অক্ষমতা, পীড়িতকালে সরকারি সাহায্য পাওয়ার অধিকার, ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে.

মৌলিক কর্তব্য:- ভারতীয় সংবিধানের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি নাগরিকের মৌলিক কর্তব্যের প্রয়োজন, সংবিধানের ৪২ তম সংশোধনদ্বারা মৌলিক কর্তব্যসমূহ সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে.

যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান:- ভারতীয় সংবিধানকে যুক্তরাষ্ট্রীয় বলা যেতে পারে. যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতীয় সংবিধানে স্থান লাভ করেছে. ভারতীয় সংবিধান লিখিত এবং সংবিধানে তিনটি তালিকার (ইউনিয়ন, রাজ্য ও যুগ্ম তালিকা) মাধ্যমে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করা হয়েছে. অবশ্য কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের পদ্ধতি বিচার করলে দেখা যায় যে, অঙ্গরাজ্যের আইনসভার সঙ্গে পার্লামেন্টের আইনের অসঙ্গতি দেখা দিলে পার্লামেন্টের আইনই প্রাধান্য লাভ করে, সুতরাং এদিক থেকে কেন্দ্রীয় প্রাধান্যের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়. যথা - রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক জরুরীঅবস্থা ঘোষণার ক্ষমতার, রাজ্য আইনসভার গৃহীত বিল নাকচ করার ক্ষমতা

ইউনিয়ন সরকার কর্তৃক রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দানের ক্ষমতা এবং আর্থিক সাহায্যের জন্য অঙ্গরাজ্যগুলির কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীলতা প্রভৃতি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সূচনা করে. সুতরাং অনেকে মনে করেন যে, প্রকৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় হলেও ভারতীয় শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা রয়েছে.

সুপরিবর্তনীয় এবং দুষ্পরিবর্তনীয়তার সমন্বয়ঃ- শাসনতন্ত্রের দুষ্পরিবর্তনীয়তা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য. কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখবার জন্যই শাসনতন্ত্র দুষ্পরিবর্তনীয় হয়ে থাকে. ক্ষমতাবন্টন সংক্রান্ত বিষয়ে ভারতীয় শাসনতন্ত্রকে দুষ্পরিবর্তনীয় বলা যেতে পারে. আইন প্রণয়নের ক্ষমতাবন্টন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, ইউনিয়ন ও রাজ্যগুলির শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা বিষয়ে শাসনতন্ত্র সংশোধন করতে হলে অঙ্গরাজ্যগুলির আইনসভার সম্মতি প্রয়োজন. আবার কতগুলি ধারার পরিবর্তনের জন্য পার্লামেন্টের মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতি নিলেই চলে. অঙ্গরাজ্যগুলির অনুমোদন প্রয়োজন হয়না. আবার কতগুলি বিষয় আছে, যা পার্লামেন্টের সাধারণ আইন পাসের পদ্ধতিতে পরিবর্তন করতে পারে. সুতরাং সামগ্রিক বিচারে ভারতীয় শাসনতন্ত্রকে সুপরিবর্তনীয়তা ও দুষ্পরিবর্তনীয়তার সমন্বয় বলা যেতে পারে.

সুপ্রীম কোর্টের মর্যাদাঃ- ভারতীয় শাসনতন্ত্রে সুপ্রীমকোর্ট বা প্রধান বিচারালয়কেই যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসেবে সংগঠিত করা হয়েছে. ইউনিয়ন ও অঙ্গরাজ্যগুলি, অথবা বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের বৈধ অধিকার সম্পর্কিত বিরোধের নিষ্পত্তি করবার এবং মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎ করবার দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্টের ওপর অর্পণ করা হয়েছে, কিন্তু ক্ষমতার দিক থেকে সুপ্রিমকোর্ট ইংল্যান্ডের ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারালয়ের মধ্যস্থানে অধিষ্ঠান করে.

সংসদীয় শাসনব্যবস্থাঃ- ভারতীয় শাসনতন্ত্র ইংল্যান্ডের ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থার অনুকরণে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলিতে ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। ভারতের রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল নিয়মতান্ত্রিক শাসকের মর্যাদা সম্পন্ন, প্রকৃত শাসন ক্ষমতা রয়েছে মন্ত্রীসভা ও ক্যাবিনেটের হাতে। মন্ত্রীগণ শাসন পরিচালনার জন্য আইনসভার নিকট যৌথভাবে দায়িত্বশীল। মন্ত্রীগণের দায়িত্বশীলতা ক্যাবিনেট শাসন ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য। আবার পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থার সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারি দলের সঙ্গে সংঘবদ্ধ বিরোধী দলেরও প্রয়োজন আছে।

দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশঃ- ভারতীয় শাসনতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, পূর্বতন দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংযুক্ত হয়ে শাসনতন্ত্রের নিয়ন্ত্রাধীনে এসেছে, দেশীয় রাজ্যগুলির বর্তমানে আর কোনো পৃথক সত্তা নেই।

বিভিন্ন রাজ্যের বিশেষ মর্যাদাঃ- ভারতীয় শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাজ্যের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা সত্ত্বেও কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর সম্পর্কে ৩৭০ ধারার মাধ্যমে বিশেষ মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। নাগাল্যান্ড, আসাম, মণিপুর, সিকিম প্রভৃতি রাজ্যের কথা বিশেষ ব্যবস্থা নতুন ধারার মাধ্যমে (৩৭১ - ৩৭১৪) সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রঃ- ভারতীয় শাসনতন্ত্রে ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে অভিহিত করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার মূলকথা হল কোনোরকম রাষ্ট্রীয় ধর্মের অনুপস্থিতি। ভেঙ্কটরমন বলেছেন রাষ্ট্র কোনো ধর্মের পৃষ্ঠপোষক নয়, কোনো ধর্মের বিরোধীও নয়, এমন কি অধার্মিকতার আশ্রয়দাতাও নয়। সকল প্রকার ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং ব্যক্তিলাভ থেকে সম্পর্ক রহিত থেকে ধর্ম সম্পর্কে রাষ্ট্র নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে।

সংরক্ষণ ব্যবস্থাঃ- ভারতীয় শাসনতন্ত্রে অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতি কল্পে বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। আইন সভায় আসন সংরক্ষণ, সরকারি চাকরিতে অগ্রাধিকার এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তার কথা বলা হয়েছে। এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা ৬২তম সংশোধন আইন দ্বারা সংরক্ষণ ব্যবস্থার মেয়াদ আরও ১০ বছর অর্থাৎ 2000 খ্রিঃ ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছিল। 2000 সালে সংবিধান সংশোধন করে এই ব্যবস্থা আরো ১০ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে।

REDMI NOTE 7

এক নাগরিকত্ব :- ভারতীয় শাসনতন্ত্রে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলা যেতে পারে যে ঐক্য ও সংহতির জন্য ভারতে একক নাগরিকত্ব স্বীকৃত হয়েছে। ভারতবর্ষের নাগরিকরা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক, কোনো অঙ্গরাজ্যের নাগরিক নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যান্ডের নাগরিক একসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও অঙ্গরাজ্যের নাগরিকত্ব লাভ করতে পারে।

জনকল্যাণ ও আন্তর্জাতিক আদর্শ : ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনা ও নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে ভারতীয় সনাতন আদর্শ জনকল্যাণ রাষ্ট্রের কথা প্রকাশিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া শাসনতন্ত্রের অন্যতম লক্ষ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। প্রস্তাবনায় "ভ্রাতৃত্ব" শব্দটির প্রয়োগের লক্ষ্য কেবলমাত্র দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সৌভ্রাতৃত্বের ইঙ্গিতের মধ্যে রয়েছে।

ভাষা :- বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলা যায় যে, বহু ভাষাভাষী ভারতীয় জনগণের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে সংবিধানের সপ্তদশ অধ্যায়ে (Part -IV) ৩৪৩-৩৫১ ধারার মধ্যে ভাষা সম্পর্কে ব্যাখ্যাদি যুক্ত করা হয়েছে।

দলত্যাগ প্রতিরোধ আইন : সংবিধানের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল দলত্যাগ নিরোধক আইন, সংসদীয় গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে এবং রাজনীতির ব্যবস্থাকে সুস্থ ও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার জন্য ১৯৮৫ সালে ৫২তম সংবিধান সংশোধন (দলত্যাগ প্রতিরোধ আইন) প্রণয়ন করা হয়েছে।

শাসনতন্ত্রের মৌলিক কাঠামো : শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে মৌলিক কাঠামো সম্পর্কে উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯৭৩ সালের 'কেশবানন্দ ভারতী' মামলার রায়ে সুপ্রীম কোর্ট ঘোষণা করেন যে, শাসনতন্ত্রের মৌলিক কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে পার্লামেন্ট শাসনতন্ত্রের সংশোধন করতে সমর্থ। সম্প্রতি এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবার জন্য সুপ্রীম কোর্টের নিকট আবেদন কার্যকরী হয়নি, সুতরাং সুপ্রীম কোর্টের বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রদত্ত রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে শাসনতন্ত্রের মৌলিক কাঠামো বলতে নিম্নলিখিত মূল বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত করা যেতে পারে - (১) শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য (২) ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি (৩) সাধারণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা (৪) স্বাধীন বিচার বিভাগ (৫) গণতান্ত্রিক জীবনযাপন পদ্ধতি (৬) কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের দ্বৈত শাসনব্যবস্থা (৭) শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও আইন বিভাগের ভারসাম্য), সংক্ষেপে বলতে পারা যায় বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের সমন্বয়ে ভারত একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক এবং সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র হিসেবেই স্বীকৃত হবে।

ভারতীয় নাগরিকতা অর্জন সম্পর্কে সাংবিধানিক ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

=> ভারতীয় নাগরিকতা :-

• সাংবিধানিক নাগরিকতা :- ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকতা সম্পর্কে বিস্তৃত নিয়মাবলি লিপিবদ্ধ করা হয়নি। ১৯৫০ সালে সংবিধান কার্যকর হবার সময় কোনো কোনো শ্রেণীর ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিক রূপে গণ্য করা হবে, শুধু সেই বিষয়ের উল্লেখ আছে। নাগরিকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছে পার্লামেন্টের ওপর। পার্লামেন্ট আইন করে প্রয়োজনের ভিত্তিতে নাগরিকতা সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সংবিধান রচয়িতাগণ নাগরিকতার মতো জটিল বিষয়ে আইন প্রণয়নের দায়িত্ব পার্লামেন্টের ওপর অর্পণ করে যুক্তিযুক্ত কাজই করেছেন। ভারতীয় নাগরিকতা সম্পর্কে আরও একটি বৈশিষ্ট্য মনে রাখা প্রয়োজন। পৃথিবীর অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে দ্বৈত নাগরিকতার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে দ্বৈত নাগরিকতার ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়নি। ভারতের সকল নাগরিক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এবং একই পর্যায়ভুক্ত। ভারতীয় জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য একনাগরিকতা গ্রহণ করা হয়েছে।

সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংবিধান প্রবর্তিত হবার সময় অর্থাৎ ১৯৫০ সালে যিনি ভারতে বসবাস করছিলেন এবং (ক) যিনি ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন (খ) যাঁর পিতামাতার মধ্যে কেউ ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন (গ) যিনি ৫ বছর পূর্ব থেকে ভারতে বসবাস করছেন তিনি ভারতীয় নাগরিক বলে গণ্য হবেন। উপরোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তির পিতামাতা অন্য দেশীয় হলেও ক্ষতি নেই।

• বসবাস : এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। নাগরিকতা অর্জনের জন্য উল্লিখিত তিন শর্তের যেকোনো একটির সঙ্গে স্থায়ীভাবে বাস করবার শর্ত পূরণ করতে হবে। স্থায়ীবাসস্থান কথাটি খুব সুস্পষ্ট নয় এবং সংবিধানে এবিষয়ে কোনো উল্লেখও করা হয়নি। সাধারণভাবে স্থায়ী বাসস্থান বলতে বোঝায় কোনো ব্যক্তির কোনো নির্দিষ্ট দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করবার শর্ত পূরণ করতে হবে। অভিপ্রায়, সুতরাং কোনো ব্যক্তির নির্দিষ্ট দেশে বসবাস এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করবার অভিপ্রায়ই স্থায়ী বসবাসের উপাদান।

• নাগরিকতা আইন :- ১৯৫৫ সালে পার্লামেন্ট নাগরিকতা সম্পর্কে যে আইন পাস করেছে তার ফলে নিম্নলিখিত শ্রেণীর ব্যক্তিগণ নাগরিকতা লাভ করতে পারবেন। (১) ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারির পর যারা ভারতে জন্মগ্রহণ করেছে তারা জন্মসূত্রে স্বাভাবিক কারণেই নাগরিকতা অর্জন করেছেন, (২) ঐ তারিখের পর ভারতের বাইরে যারা জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের পিতা ভারতীয় নাগরিক হলে রক্তের সম্পর্কসূত্রে তাঁরা ভারতীয় নাগরিকতা লাভ করবেন।

(৩) যারা ভারতবর্ষে বসবাস করেছেন তারা যদি রেজিস্ট্রিভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করার আগে ৬ মাস এখানে বাস করেন (৪) ভারতীয় নাগরিকের সঙ্গে যে সমস্ত বিদেশী নারীর বিবাহ হয়েছে তাঁরাও আবেদন করে রেজিস্ট্রীকরণের মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিক হতে পারেন।

(৪) বিদেশী ব্যক্তি আবেদন করলে এবং কেন্দ্র সরকার তাদের উপযুক্ত বিবেচনা করলে নাগরিকতা প্রদান করতে পারেন।

(৫) কোনো অঞ্চল ভারতে অন্তর্ভুক্তি হলে কেন্দ্র সরকার ঐ অঞ্চলের লোকদের নাগরিকতা প্রদান করতে পারেন। পন্ডিচেরি, চন্দননগর, গোয়া, দমন, দিউ অঞ্চলের অধিবাসীগন এভাবে নাগরিকতা লাভ করেছেন।

◎ <u>বিদেশীদের ক্ষেত্রে নাগরিকতার শর্ত</u>: বিদেশী ব্যক্তিকে নাগরিকত্ব প্রদানের সময় যে বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখা হয় —

(১) তিনি যে দেশের নাগরিক সেইদেশে ভারতীয় সব নাগরিক হবার সুযোগ পান কিনা

(২) তিনি পূর্বে যে দেশের নাগরিকতা লাভ করেছেন তা পরিত্যাগ করেছিলেন কিনা।

(৩) আবেদন করার বারোমাস আগে থেকে তিনি ভারতে বাস করেছেন বা ভারত সরকারের অধীনে চাকরি করেছেন কিনা।

(৪) ঐ বারোমাসের আগে সাত বছরের মধ্যে অন্তত চার বছর তিনি এদেশে বাস করেছেন বা ভারত সরকারের অধীনে চাকরি করেছেন কিনা।

(৫) তাঁর ভারতে বসবাস করার অভিপ্রায় থাকার প্রয়োজন।